বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.brdb.gov.bd

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০.০০.১০২.২২.৩৯৮.১৯. ৪৭১৮

তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২০

বিষয়ঃ বিআরডিবি'র উত্তম চর্চাসমূহের (Best Practices) তালিকা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের অনুসরণে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৫.১ নং সূচকের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বিআরডিবি'র উত্তম চর্চাসমূহের (Best Practices) তালিকা প্রণয়নপূর্বক মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩০/৮/২০২০

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮১৮০০০২
E-mail: dg@brdb.gov.bd

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহঃ

সামাজিক উন্নয়ন কৌশল (Social Development Strategy):

১। কুমিল্লা মডেল এর দ্বি-স্তর সমবায় (Two-Tier) পদ্ধতির আওতায় তদারকী ঋণ (Supervise Credit) ও জামানত বিহীন ঋণ সঠিকভাবে বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ষাটের দশকের শেষভাগে পল্লী এলাকার জনগণকে সংগঠিত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন করার লক্ষ্যে সনাতন সমবায় পদ্ধতি বা এক স্তর সমবায় পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত 'কুমিল্লা মডেল' বা ''দ্বি-স্ত সমবায় ব্যবস্থা'' যা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সারথি প্রকল্প (Pilot Project) হিসেবে প্রবর্তিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) বা ''দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা '' এর সফলতার প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নের পরীক্ষিত পদ্ধতি হিসেবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইআরডিপি এর বিশাল অবদানের স্বীকৃতি এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে Strategy হিসেবে ব্যাপক কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং আইআরডিপি'র মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে Multi Dimensional and Multi Sectoral Strategy গ্রহণ করা হয়। ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বিশেষভাবে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তি রচনায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। বিআরডিবি'র সমিতি গঠন, সদস্য নির্বাচন, সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ ও আদয়ের ক্ষেত্রে সরকারের একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করছে। বিআরডিবি'র সুসংহত পদসোপান অনুযায়ী ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন দেখার জন্য যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন পরিচালক এর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ইউনিট নিবিড়যোগাযোগ ও তদারকীর মধ্যে থেকে কাজ করে। বিআরডিবি'র আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণ হলো সুপারভাইস ক্রেডিট। এছাড়া বিআরডিবি'র উপজেলা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে স্বচ্ছতার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যগণকে কোন ধরণের জামানত প্রদান করতে হয়না। একটি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে বিআরিডিবি'র ঋণ জামানত বিহীন (Co lateral Free)। ফলে এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকায় ঋণ বিতরণ ও আদয়ের ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপী হয়নি। দ্বি-স্তর সমবায়সহ অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্রবিমোচনের জন্য শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ১৭৭৯৬৯৬.৪১ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১৬২২৩৭৯.১৭ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। সদস্যদের শেয়ার জমার পরিমান ৯৬২৯.৭০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমান ৪৯৫৮১.৮২ লক্ষ টাকা। আশি ও নব্বইয়ের দশকের সবুজ বিপ্লব এ দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। শুরু হতে দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে দেশের পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নসহ সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে কাজ করায় BIDS ২০১০ সালে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃবিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমান হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%;

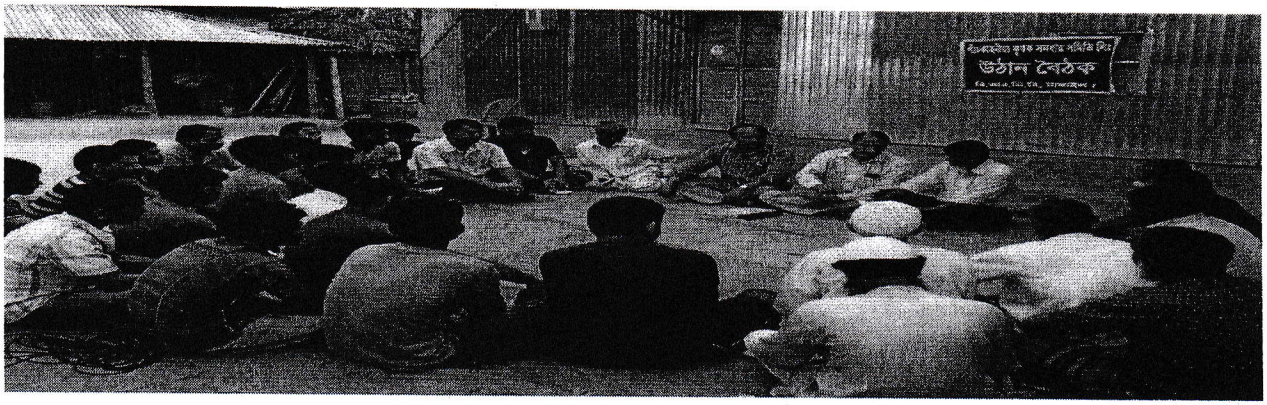

২। দারিদ্র্য বিমোচনঃ

বিশ্বব্যাংক এর সমীক্ষার প্রেক্ষিতে বিআরডিবি ১৯৮২ সাল থেকে কৃষকদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠনসহ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। গ্রাম পর্যায়ে ১৭৪২০০ টি সমিতি/দল গঠন করেছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৫১৬৩২৪৫ জন। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১১৭৩৪৩.৪৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায় হয়েছে ১১০৬১২.৩২ লক্ষ টাক। শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ১৭৭৯৬৯৬.৪১ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১৬২২৩৭৯.১৭ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। সদস্যদের শেয়ার জমার পরিমান ৯৬২৭.৭০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমান ৪৯৫৮১.৮২ লক্ষ টাকা, যা পল্লী অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে।

বিআইডিএস (BIDS) বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"বিআরডিবি'র দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র্যতা নিরসন ক্ষেত্রে লক্ষনীয় উন্নয়ন ঘটেছে; কার্যক্রম এলাকায় ২৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩৫.৫%। কিন্তু দারিদ্র রেখা কার্যক্রম এলাকায় ১৬% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৬%;
বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমান হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%;"

৩। গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নঃ

স্বাধীনতা উত্তর গ্রামীণ নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিআরডিবিই সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে পল্লীর মহিলাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশের ২৮টি উপজেলায় ১৬৭.১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ" নামে কর্মসূচী চালু করে। এ প্রকল্পটি নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়াসহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনার মত একটি স্পর্শকাতর কর্মকান্ডে পথিকৃতে ভুমিকা পালন করেছে। এ প্রকল্পটি কয়েক দফা বাস্তবায়নের পর ১৯৯৬ সালে সমন্বিত গ্রামীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক) চালু করা হয়। এর সফলতার প্রেক্ষিাপটে ৭১০টি পদ বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫৬১৬২টি সমিতিতে ২১,৪০,১৩৮ জন মহিলা সদস্য বিআরডিবি'র কার্যক্রমের সাথে আওতাভূক্ত রয়েছে। বিআরডিবি ভূক্ত মহিলা সদস্যাগণ শেয়ার ও সঞ্চয় জমা ৫১৭৮.৩৮ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠন করেছে যা পল্লী অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানেও বিআরডিবি নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে। বিআরডিবি'র নিজস্ব কার্যক্রমের মধ্যেই মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে একটি পৃথক অনুবিভাগ রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে 'দরিদ্র মহিলাদের সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প' শুধুমাত্র নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পে বর্তমানে ২৮৩৭টি সংগঠনের আওতায় ৭১০২৩ জন নারী দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত আছে। বিআরডিবি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পেও উপকারভোগীদের ৬০-৭০% নারী।

৪। গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশের লক্ষ্যে মানব সংগঠন সৃষ্টিঃ

কৃষি উন্নয়ন ও কৃষির আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি মূলত: সংগঠন ভিত্তিক সেবা প্রদান করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায়ের আওতায় বিআরডিবি কৃষক সমবায় সমিতি, মহিলা সমবায় সমিতি, বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দল ইত্যাদি সংগঠন সৃষ্টি করে উপকারভোগী সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি কর্তৃক এ পর্যন্ত গঠিত উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ৪৮৫টি, উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১৯০টি, উপজেলা মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ২০টি। মোট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ৬৯২টি। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে ১.৭৩ লক্ষ টি সমিতি/দল গঠন করেছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৫২.৭৩ লক্ষ জন। দেশের অর্ধেকের বেশি সমবায় সমিতি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত।

গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির একজন সভাপতি ও একজন ম্যানেজারসহ অন্যান্য পরিচালক পদে সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিসহ পরিচালক পদে সদস্য প্রাথমিক সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চার একটি বিরাট ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নেতৃত্বে আসা সদস্যগণ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণেও তারা সচেতন হয়ে ওঠে। বিআরডিবি'র অনেক উপকারভোগী মহিলা সদস্য সদস্য বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন পর্যয়ের স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

৫। গ্রামীণ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হলো প্রশিক্ষণ। দ্বি-স্তর সমবায়ের ১০টি মূলনীতির একটি হলো প্রশিক্ষণ। বিআরডিবি তথা আইআরডিপি জন্মলগ্ন থেকেই উপকারভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মাতৃ স্বাস্থ্য রক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু মৃত্যুর হার রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থাপনা, সমিতি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে

নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরডিবি মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বমোট ২৬.৯৪ লক্ষ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

৬। কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ

কৃষি আধুনিকীকরণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশকসহ বিভিন্ন প্রকারের সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন-গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, শক্তিচালিত পাম্প, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য বিআরডিবি'র আওতায় বিতরণ করা হয়েছে ১৯,৪০৫ টি লো লিপ্ট পাম্প, ১৮,৩৬০ টি গভীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩ টি অগভীর নলকুপ। ক্ষুদ্র সেচ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে ২,৭৩,০০০টি হস্তচালিত নলকুপ। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেচ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫২৪টি অচল গভীর নলকুপ মেরামত করে সচল করা হয়েছে।

৭। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টিঃ

শুরু থেকে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে কৃষকদের নিকট ন্যায্য মূল্যে সার বীজ সরবরাহ করার নিমিত্ত বিএডিসি'র সহযোগিতায় সার ও বীজ বিপনন শুরু করে। কিন্তু দেখা র্যয় কৃষক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ফসল ওঠার পরপরই মধ্যস্বত্তভোগী ফড়িয়া চক্রের চক্রান্তের কারণে তা স্বল্প বাজারমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুরু করে। এই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষক ফসল উঠার পর চলমান বাজার মূল্যে নগদ অর্থ গ্রহণ করে তার ফসল বিআরডিবি'র গুদামে রেখে যেত। পরবর্তীতে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে গুদামজাত ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করা হতো। ফসল বিক্রয় করে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যেত তার ৫০-৬০% সংশ্লিষ্ট কৃষককে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট অর্থ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় হতো। এই বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের জন্য বিআরডিবি'র পক্ষ হতে বিভিন্ন উপজেলায় ১৬৯ টি গুদাম ঘর নির্মাণ করা হয়। বিআরডিবি'র মহিলা ও বিত্তহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ১৯৮৯ সালে 'কারপল্লী' এবং 'পল্লী বাজার' ও 'বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র'

সেগুলোর উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঢাকায় ০২টি, ফরিদপুরে ০১টি, রংপুরে ০১টি, কুড়িগ্রামে ০১ টি, ভালুকা- ময়মনসিংহে ০১টি, যশোরে ০১টি ও খুলনায় ০১ টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যা বর্তমানেও চলমান আছে।

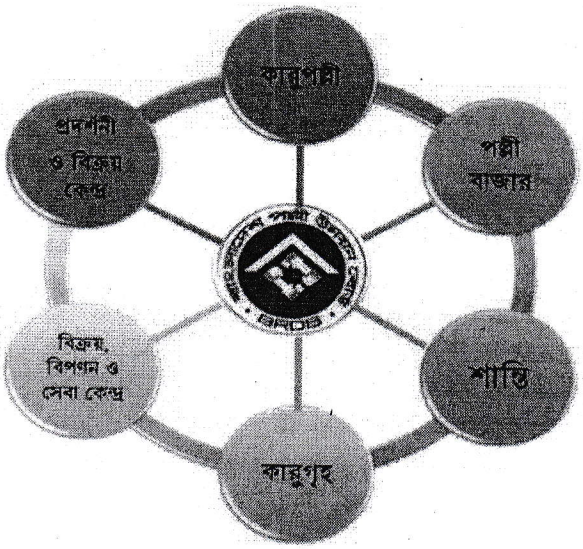

৮। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উদ্দীপনঃ

বিআরডিবি উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও সুযোগকে কজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৮ সাল থেকে ফরিদপুরে পিইপি প্রকল্প (Productive Employment Programme) এবং"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প (ইরেসপো) প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী চালু রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

এ ছাড়াও "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প (ইরেসপো)" এর আওতায় শুধু মাত্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা এবং পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কার্যক্রম চলমান আছে। যারা গ্রাম পর্যায়ে নিজ নিজ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর চাঙ্গা করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিআইডিএস (BIDS) বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে ২০১০ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রদান করেছেঃ

(ক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নেতৃত্ব এবং social mobility ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র সাফল্য প্রশংসনীয়; শিক্ষার হার কার্যক্রম এলাকায় ৬৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৫২%;

(খ) অকৃষি কার্যক্রমে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের বৃদ্ধিজনিত হার লক্ষ্যনীয়; কার্যক্রম এলাকায় ১৮% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৯%;

(ঘ) বিআরডিবি'র ভোক্তা শ্রেণীর জমির মালিকানা অর্জনের হার ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী। ইহা আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ আহরনের অন্যতম নির্দেশক; কার্যক্রম এলাকায় ৪০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৭%;

(ঙ) খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র্যতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে; দিনে দুবেলা খাবার গ্রহণের হার কার্যক্রম এলাকায় ৮০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৬৯%;

বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমান হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%;"

৯। জবাবদিহি ও অংশিদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়নঃ

জাপানী সাহায্য সংস্থা জাইকা'র সহযোগিতায় জবাবদিহি ও অংশিদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা এবং গ্রামীণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জাতিগঠনমূলক দপ্তরের কার্যক্রমকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা লিংক মডেল নামে পরিচিত। স্থানীয় চাহিদানুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প সহায়তা (৭০%), ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা(২০%) ও উপকারভোগী জনসাধারণের অংশগ্রহণের (১০%) মাধ্যমে গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এতে করে অন্য যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের আওতায় অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ কার্যক্রমের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এলাকার জনগণ ১০০% ইউনিয়ন ট্যাক্স পরিশোধ করে থাকেন।

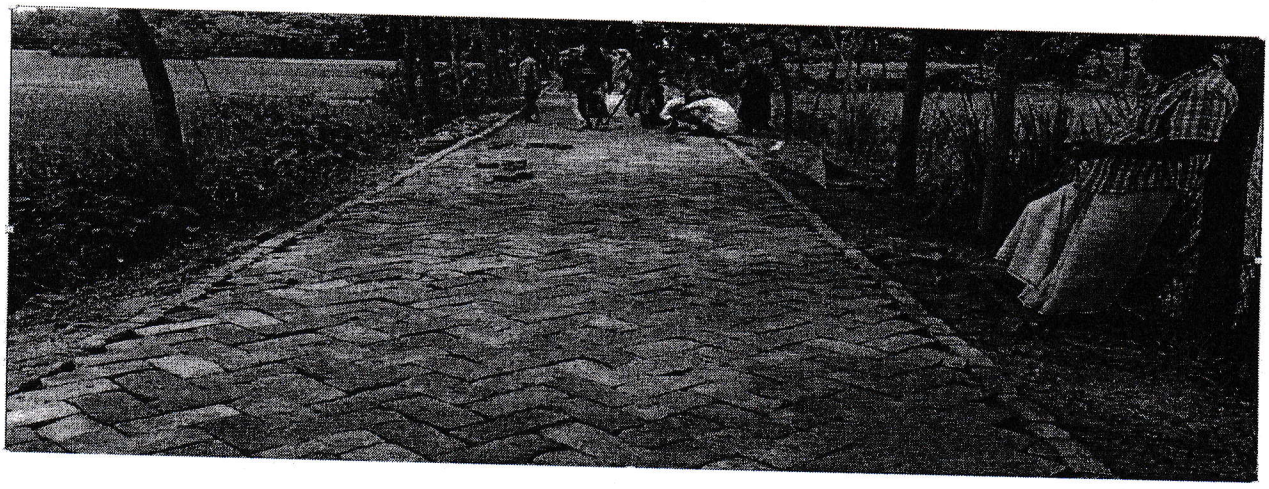

কার্য সহজীকরণ (Works Simplification):

১। কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরডিবি'র প্রোগ্রামিং শাখার আওতাধীন একটি মিনি কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। এখানে যাবতীয় আধুনিক সরঞ্জামাদিসহ ৩০ জন অংশগ্রহণকারী বসার সুবিধা রয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে ই-নথিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কীত যাবতীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২। বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের সন্মুখভাগ এবং সম্মেলন কক্ষ আধুনিকীকরণঃ

বিআরডিবি'র পল্লী ভবনের করিডোরসহ সন্মুখভাগে এবং সম্মেলন কক্ষ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বিআরডিবি'র আওতাধীন বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার পল্লী ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র বোর্ড মিটিংগুলোও এখন থেকে এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে বিআরডিবি'র কাজের মান ও গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোর্ড সভা উপলক্ষ্যে প্রায়শ বিআরডিবি'তে আগমন করেন। ফলে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

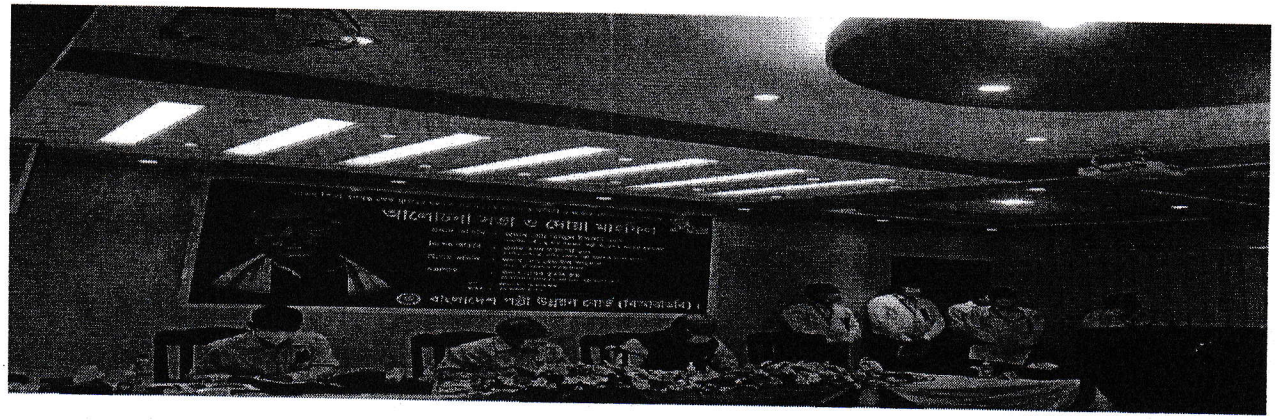

২। বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সদর দপ্তর, পল্লী ভবন (৭তলা বিশিষ্ট) ৫, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। এই ভবনে বিআরডিবি'র সদর দপ্তরের সকল বিভাগ, শাখাসহ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের অফিস অবস্থিত। দাপ্তরিক প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ অফিসে আগমন করেন। অনুরূপভাবে মাঠ পর্যায় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কাজে সদর দপ্তরে আসেন। বিভিন্ন কাজে সদর দপ্তরে আগত অতিথিদের প্রয়োজন এবং যে সকল বিভাগ ও শাখায় গমন করতে চান, সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অভ্যর্থনাকারী প্রয়োজন। অনাকাংখিত ব্যক্তিবর্গের পল্লী ভবনে প্রবেশ অনেক সময়েই দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অফিসের প্রবেশ পথে ফ্রন্ট ডেস্কে অভ্যর্থনাকারী থাকলে অফিসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, সরকারী এবং আধাসরকারী সকল সংস্থা/দপ্তরে প্রবেশ পথে অভ্যর্থনাকারী'র (Receiptionist) সংস্থান রয়েছে। সে বিবেচনায় বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের গেইটে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করে ২ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

৩। ই-নথি ব্যবস্থাপনাঃ

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় জেলাদপ্তরসহ সদর দপ্তর পর্যায়ে ইতোমধ্যে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাইলের লাল ফিতার দৌরাত্ম কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের (Less paper not paper less) মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরি করা ই-নথির অন্যতম উদ্দেশ্য। বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের প্রতিটি শাখা ও বিভাগ সেকশনে ই-নথির মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

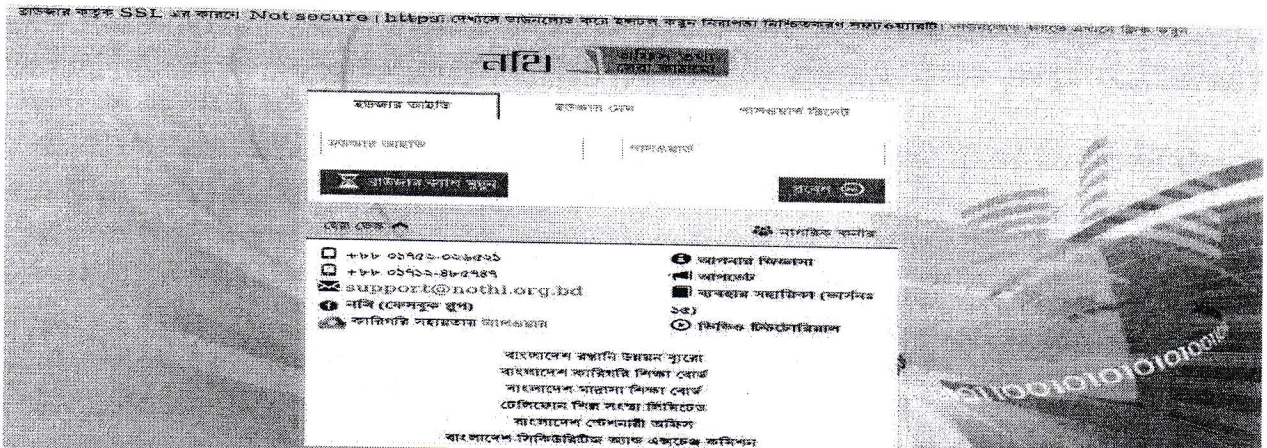

৫। সফটওয়ারের মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাপনায় অটোমেশনঃ

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্প কর্তৃক মাইক্রোফিন্যান্স সফটওয়ার (MFS) প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়ার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয়, ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বিআরিডিবি এ সফটওয়্যারটিকে মূল কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

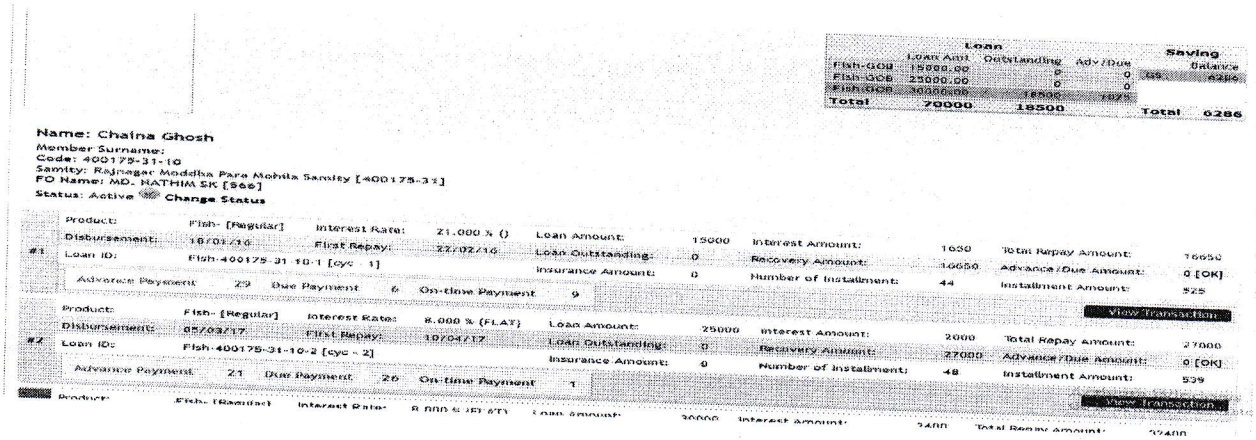

৬। গণশুনানী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন:

সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করার নানা উদ্যোগের পরও কোথাও কোথাও এটি কাংখিত পর্যায়ে নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সেবাগ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে এক ধরণের দূরত্ব থেকে যায়। আবার কোথাও কোথাও এ দুইয়ের সর্ম্পক ও হয়তোবা সে মাত্রায় উন্নত নয়। সেবাদাতার সাথে সেবা গ্রহীতার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে এবং বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সমবায় সমিতি ও দলের প্রতিনিধিসহ প্রান্তিক জনগণকে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে বিআরিডবি'র সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতি রবিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় গণশুনানী গ্রহণ করা হয়। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীর কাংখিত সম্পর্কের কোন নেতিবাচক দিক রয়েছে কিনা তা জেনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা (Monitoring Management):

১। Finger print এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ:

সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সময়মত অফিসের হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সদর দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রবেশদ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। কর্পোরেট মোবাইল সীম (Field force Locator) **ব্যবহারের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মচারীদের কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ:**

সদর দপ্তর, জেলাদপ্তর, উপজেলা দপ্তরসমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

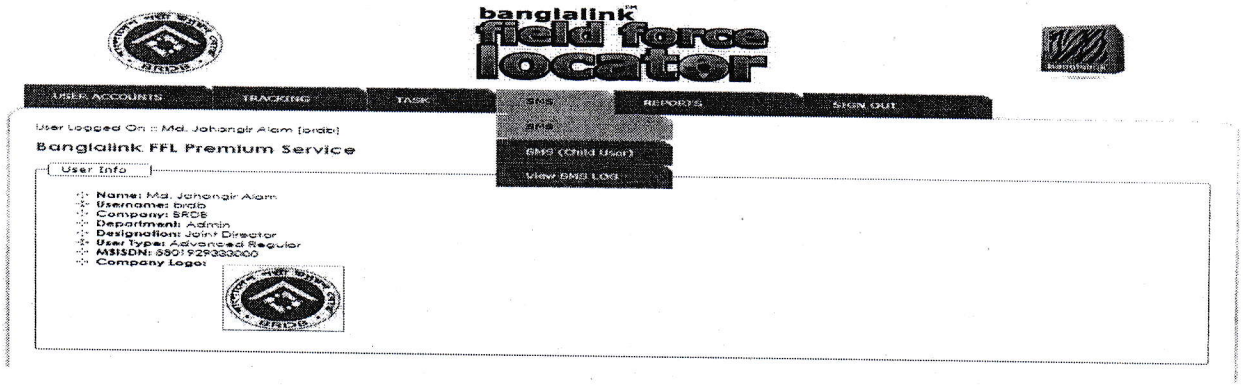

৩। সমিতি/দলের ভৌগলিক অবস্থান GPS এর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ:

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্প কর্তৃক মাইক্রোফিন্যান্স সফটওয়ার **(MFS)** প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, **MIS and AIS** সমন্বিত সফটওয়ার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয়, ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া এ সফটওয়্যার এর **GPS** সিস্টেম এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে মাঠকর্মী সংশ্লিষ্ট সমিতিতে গমন করছেন কিনা তা জানা যায়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীগণ সমিতিতে গিয়ে তারসহ সমিতির সদস্যদের একটি সেলফি (ছবি) উঠিয়ে আপলোড করে দিলে তাঁরে অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। ফলে এখন মাঠ পর্যায়ে মাঠকর্মীগণ সমিতিতে ভ্রমন করছেন কিনা তা সদর দপ্তর হতে সরাসরি মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

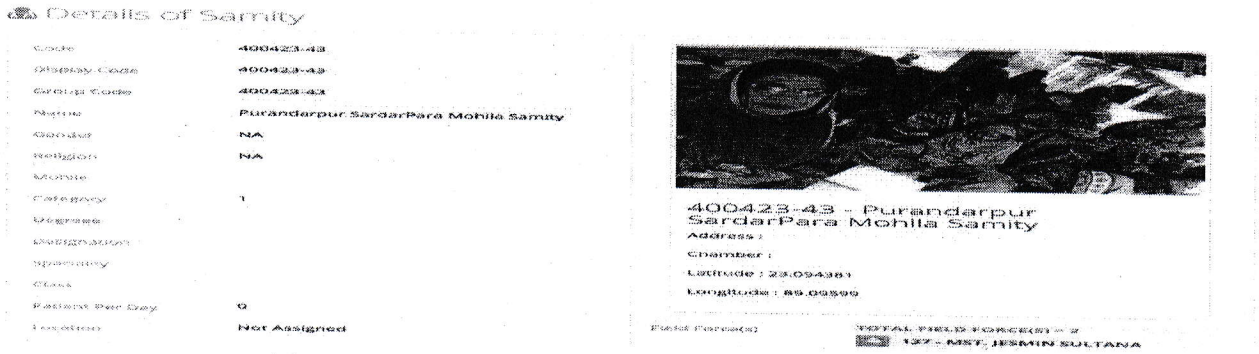

৪। পিডিএস ও সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অনলাইনভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ডবুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। এছাড়া বিআরডিবি'র সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি করা হয়েছে। এতে বিআরডিবি'র প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/demo/book_no_17_brdb.pdf লিংকে বিআরডিবি'র সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবি'র সেবাসমূহ ও সেবাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন

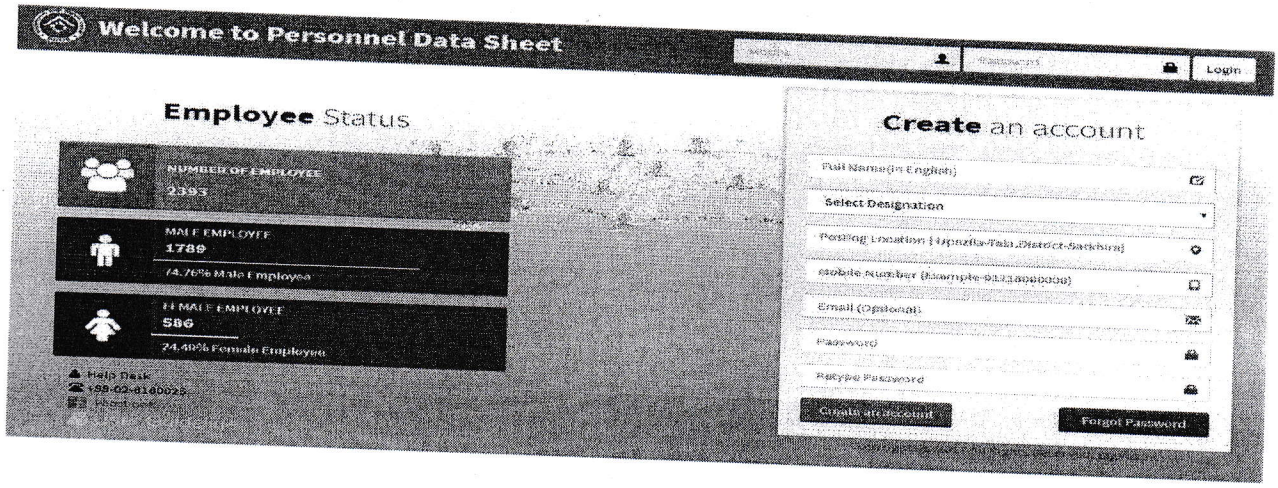

৫। পল্লীভবনের নিচ তলায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন:

দেশমাতৃকার অগ্রনায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে বিআরডিবি সদর কার্যালয় পল্লী ভবনের নিচ তলায় জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করতে তাঁর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। নব স্থাপিত প্রতিকৃতির শুভ উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। এছাড়া জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবিসহ বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের সর্বস্থরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।**